বিশ্বাসের যৌক্তিকতা

Reasons to Believe

রাফান আহমেদ

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

অভিমত

"মানুষ প্রাকৃতিকভাবে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসী ও অনুগত। আল্‌হামদুলিল্লাহ, সৃষ্টিকর্তায় মানুষের সহজাত বিশ্বাস নিয়ে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া ইমরান হুসেইনের মূল্যবান লেকচারের অনুপ্রেরণায় আমাদের চারপাশের প্রামাণিক কিছু বিষয়ের সুন্দর উপস্থাপন 'বিশ্বাসের যৌক্তিকতা' বইটিকে তথ্যবহুল ও নান্দনিক করে তুলেছে। বইটির লেখক ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক মুবারকবাদ। আল্লাহ আয্‌যা ওয়া যাল আপনাদের খিদমাত কবুল করুন।"

- সাইফুর রহমান, পিএইচডি গবেষক (ফার্মাকোলজি ও কেমিক্যাল নিউরোসাইন্স)
ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য। সহলেখক - *প্রত্যাবর্তন*

"আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস হচ্ছে সবচেয়ে মৌলিক বিশ্বাস। একটি মানবশিশু জন্ম থেকেই এই স্বত:লব্ধ (ইনটুইটিভ) বিশ্বাস নিয়ে জন্মায়। বড় হতে হতে বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ, কুযুক্তি, অযুক্তি এসে তার এই বিশ্বাসকে দুর্বল করার চেষ্টা করে। কিন্তু, সূর্যের আলো যেমন অন্ধকার দূর করে ভোর নিয়ে আসে, বিজ্ঞানলব্ধ প্রকৃত জ্ঞানও তেমনি অবিশ্বাসের জঞ্জাল দূর করে বিশ্বাসের ইনটুইশনকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে। রাফান আহমেদের এই পুস্তিকাটি হোক বিশ্বাসীদের যুক্তির রসদে আরেকটি অনবদ্য সংযোজন।"

- ডা. আবদুল্লাহ সাঈদ খান, এমবিবিএস (ঢাকা), বিসিএস (স্বাস্থ্য)
বিবর্তন গবেষক, সহলেখক - *প্রত্যাবর্তন*

"বিজ্ঞান আর অপবিজ্ঞানের দ্বন্দ্বটা, আসলেই যারা বিজ্ঞানী তাঁদের আর আমাদের বিজ্ঞানবাজ বন্ধুদের দাবির মাঝে আলোকবর্ষের যে গ্যাপটা, তা বুঝার জন্য রেফারেন্সসহ এমন একটা বইয়ের বড্ড প্রয়োজন ছিল। দুঃখের বিষয় হল ওনারা আমাদের বই পড়েন না বা মন দিয়ে পড়েন না। অন্তত এই একটা পাতলা বই মন দিয়ে পড়ার আহ্বান। আসুন দেখি মনটা আসলেই কতটুকু মুক্ত। আর খণ্ডনের অপেক্ষায় তো সাজিদের আমল থেকেই আছি। (সুদীর্ঘশ্বাস)"

- ডা. শামসুল আরেফিন, এমবিবিএস (ঢাকা), বিসিএস (স্বাস্থ্য)
লেখক - ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ।। কষ্টিপাথর, সহলেখক - *প্রত্যাবর্তন*

ভূমিকা

আল্‌হামদুলিল্লাহ। রাফান আহমেদ ভাইয়ের বিশ্বাসের যৌক্তিকতা (*Reasons To Believe*) বইটি পড়ার সুযোগ হয়েছে। আমি আদতে কুর্‌আনের ভাষায় 'শুনলাম এবং মেনে নিলাম' দলের সদস্য হবার চেষ্টায় থাকলেও, ব্যক্তিগতভাবে যুক্তি-তর্ক আমার খুব পছন্দের। স্রষ্টা আসলে বিজ্ঞানের আলোচ্য টপিকের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু আমরা যদি বিজ্ঞানকে স্রষ্টার সৃষ্টির একটা অংশ ধরে নিই, তাহলে বিজ্ঞানের কোন কিছুই স্রষ্টার বিপরীতে যেতে পারে না। স্রষ্টা বিজ্ঞানের বিষয় না হলেও, বিজ্ঞানের sign এর মাঝে স্রষ্টাকে তখন অনায়াসে খুঁজে পাওয়া যাবে।

বস্তুবাদী দুনিয়ার খপ্পরে পড়ে বর্তমান বিজ্ঞান বড্ড একপেশে হয়ে গেছে। স্রষ্টার সাথে বস্তুবাদী দুনিয়া যেন এক মহা সংগ্রামে লিপ্ত। কিন্তু, বস্তুবাদী দুনিয়া যতোই রঙচঙে ভাবমূর্তি নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াক না কেনো, সত্যের সামনে সে বারবার পযর্দুস্ত হতে বাধ্য।

বিজ্ঞানে বিশ্বাসের কোন স্থান নেই, এটা স্রেফ তথ্য প্রমাণ নির্ভর - এ কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। কিন্তু ধর্মের মূল ভিত্তিই হলো বিশ্বাস। তাছাড়া বিজ্ঞান আজ এটা বলছে তো কাল ওটা। বিজ্ঞানকে আমরা চির-নির্মাণাধীন (*endlessly becoming*) প্রক্রিয়া বলতে পারি। এখানে কোন কোন থিওরি দুইশো বছর টিকে, আবার কোন কোন থিওরি দুই সেকেন্ডও টিকে না। এই হলো বিজ্ঞানের অবস্থা।

বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের কোন সংঘাত নেই, সহাবস্থান আছে। কিন্তু বস্তুবাদী দুনিয়া আমাদের চোখে একটি রঙিন চশমা পরিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করে যে, ধর্ম এবং বিজ্ঞান পরস্পর সাংঘর্ষিক। রাফান আহমেদের ছোট অথচ ব্যাপক তথ্যবহুল এই বইটিতে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ধর্মবিশ্বাস মানুষের একটি সহজাত বিষয়। এটি সে জন্মগতভাবে পেয়ে থাকে। এটি বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

তাছাড়া, বস্তুবাদী জগতের অনেক বিজ্ঞানী, দার্শনিকের মন্তব্য, গবেষণালব্ধ তথ্য টেনে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, - 'বিজ্ঞান কখনোই শেষ কথা নয়'...

বইটিতে তথ্যের ব্যাপক সমাহার আমাকে মুগ্ধ করেছে। রাফান আহমেদের উপস্থাপনা শৈলিও চমৎকার। প্রতিটি অধ্যায়ই ভাবনার উদ্রেক করে। বইটি প্রতিটি পাঠককে উপকৃত করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

আল্লাহ্ উনার এই কাজকে কবুল করুন, আ-মী-ন।

আরিফ আজাদ
লেখক - প্যারাডক্সিকাল সাজিদ ।। আরজ আলী সমীপে

শার'ঈ সম্পাদকের চোখে

মানুষ মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মহান রব তাঁর পবিত্র হাতের তুলিতে আমাদের সৃষ্টি করেছেন নিপুণভাবে, চমৎকার ও আর্কষণীয় অবয়ব এবং সৌন্দর্য দিয়ে। তিনি আমাদের দিয়েছেন বিবেক-বুদ্ধি। কিন্তু সীমিত এই জগতে সবকিছুর যেমন একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে, তেমনি আমাদের বিবেক-বুদ্ধিরও একটি সীমা আছে। এই বিশ্বজগতে এমন কিছু বিষয় আছে যার দুর্বোধ্যতা ভেদ করার মত ক্ষমতা অথবা বিবেক-বুদ্ধিকে খরচ করে তা প্রমাণ করার মত সার্মথ্য মানুষের নেই। তাই অনেকটা অমোঘ সত্যের মত মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব ও তাঁর ক্ষমতাকে বিনা বাক্যব্যয়ে স্বীকার করে নেওয়াটাই হল আমাদের দায়িত্ব। তথাপি রাব্বে কারীম আমাদের আশেপাশে তাঁর অসংখ্য-অগণিত কুদরতী নিদর্শন এমনভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছেন যা দেখে তাঁকে স্বীকার না করার কোন উপায় থাকে না। কবির ভাষায় -

حجر میں شجر میں تیرا رنگ وبو

جدھر دیکتا ہوں ادھر تو ہي تو

পাথর ও গাছ সব জায়গাতেই তোমার রং ও ঘ্রাণ,

যেদিকেই তাকাই শুধু তুমি আর তুমিই।

এরপরও সংশয়বাদীদের সন্দেহ প্রবণতার ফলস্বরূপ তারা স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে যাচ্ছে। ইতিহাসের পাতায় অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে অলৌকিক নিদর্শনাবলী দেখার পরও হয় মানুষ স্রষ্টায় বিশ্বাস করে নি অথবা কিছু সময়ের জন্য বিশ্বাস করলেও পুনরায় শির্কে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। মূলতঃ তাদের মধ্যে সত্য গ্রহণের ইচ্ছা বা আগ্রহ কোনটাই নেই। অথচ এটাই মানুষকে মহাসত্যের দিকে ধাবিত করে।

স্রষ্টার অস্তিত্ব বিষয়ক বক্ষমান আলোচনাটি একটি বক্তৃতার অনুপ্রেরণায় রচিত, যা লন্ডনবাসী দাঈ' ইমরান হুসেইন যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদান করেছিলেন। একে সহজ ভাষায় উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন ভাই রাফান আহমেদ।

আমি বইয়ের পুরোটাই পড়েছি। আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌! অনেক উপকারী। বিশেষত বিজ্ঞান মনস্কতার নামে যারা ভ্রষ্টতার পথে ধাবিত, তাদের জন্য। আশা করি এটি তাদের চোখ খুলে দিবে। অকাট্য বাস্তবতার মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণিত করে তাদেরকে জবাবহীন করে দেবে, কোন সন্দেহ নেই – ইন্‌ শা আল্লাহ্‌।

মহান রবের দরবারে ফরিয়াদ করি, তিনি এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জাযায়ে খাইর দান করেন এবং এর মাধ্যমে মানুষের ব্যাপক উপকার পৌঁছান।

আমীন

মা'আস্‌সালাম

শাইখ মুসা বিন ইযহার

মুহাদ্দিস, জামেয়া' ইসলামিয়া তাঁতিবাজার

মুহতামিম, মাদ্রাসা মাসীহুল উ'লূম, আরমানিটোলা

লেখকের ভাবনা

আমরা অনেকেই হয়ত একটি কথা শুনেছি। মুক্তচিন্তার চর্চাকারী এ দেশের একজন জনপ্রিয় সাহিত্যিক ও পদার্থবিদও সেই কথাটি তাঁর কলমে তুলে ধরেন,

> 'ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস, কাজেই ধর্মগ্রন্থে যা লেখা থাকে সেটাকে কেউ কখনো প্রশ্ন করে না, গভীর বিশ্বাসে গ্রহণ করে নেয়। বিজ্ঞানে বিশ্বাসের কোন স্থান নেই।' [ক]

আসলেই কি তাই? স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস কি শুধুই কুহেলিকা? এই বিশ্বাস কি প্রমাণহীন অন্ধবিশ্বাসের ন্যায়? কেবলই শৈশবে পিতামাতা কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া কোন বোঝা?

অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট, দাঈ, iERA তে উপদেষ্টা ও প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত ইমরান হুসেইন ইংল্যান্ডের বিশ্বখ্যাত ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক মনোজ্ঞ আলোচনায় বিজ্ঞান, যুক্তি, দর্শন প্রভৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসের যৌক্তিকতা। [খ] তাঁর বক্তব্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এককালের সংশয়ের চোরাবালি থেকে ফিরে আসার পথে অন্তর্জালের জগৎ জুড়ে আমি অনুসন্ধান করেছি তাঁর বক্তব্যের বস্তুনিষ্ঠতা। খুঁজে বেড়িয়েছি এ সম্পর্কে মূলধারার সেক্যুলার গবেষক, দার্শনিক, বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গী আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে, *Peer Reviewed* গবেষণাপত্রে আর প্রথম সারির পশ্চিমা মিডিয়াগুলোতে।

তাঁর বক্তব্য ও আমার অনুসন্ধানের সমন্বয় প্রথমে ইউটিউবের একটি চ্যানেলে প্রচারিত হয়। তারপর আমার ঘনিষ্ঠজন ইবনে হারুন ভাইয়ের পরামর্শে স্কুলগামী থেকে উচ্চ শিক্ষার্থী, বাংলাভাষী সত্যান্বেষী পাঠকের জন্য উপযোগী করে ও বিষয়ভিত্তিক শিরোনামে ভাগ করে রেফারেন্সসহ তা সহজভাবে গোছানোর চেষ্টা করেছি। এ কাজে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন সম্পাদক আশিক আরমান নিলয় ভাই। মূল বক্তব্যে বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত ডারউইনিয় বিবর্তনবাদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার না থাকায় বিবর্তনবাদ নিয়ে কিছু কথা সংযুক্ত করেছি পরিশিষ্ট হিসেবে।

শুরু থেকেই আশাতীত সাড়া পেয়েছি পাঠকসমাজের কাছ থেকে। নবীন লেখক হিসেবে এটা আমার অভাবনীয় প্রাপ্তি। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আমার রবের প্রতি, ধন্যবাদ পাঠকসমাজের প্রতি তাদের সমর্থনের জন্য। ধন্যবাদ অনলাইন ও অফলাইন জগতের কলম যোদ্ধাদের প্রতি যারা বইটি পড়ে তাদের ভাবনা শেয়ার করেছেন। বইটির রিভিউ পেইজে সকলের মতামতের সংকলন করা হয়েছে। কেউ চাইলে তা ঘুরে আসতে পারেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে বানান ও মুদ্রণজনিত কিছু ভুল সংশোধন করা হয়েছে। ভাষাকে আরও সহজ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু তথ্যসূত্র বাদ পড়ে গিয়েছিলো তা সংযোজন করা হয়েছে। ছবির ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। ম্যাট্রিক্সের অংশ সহজবোধ্য করার জন্য নতুন একটি ছবি সংযোজন করা হয়েছে। খোলা মনের নিকট আবেদন, পড়ুন, ভাবুন, যাচাই করুন আপনার বিশ্বাস; সত্যিই যদি আপনি মুক্তচিন্তক হয়ে থাকেন।

সবশেষে ধন্যবাদ দিতে চাই ভাই রোকন উদ্দিন ও ইসমাইল হোসেনকে তাদের আন্তরিক সমর্থনের জন্য। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খোঁজে তারা এগিয়ে না আসলে এই গ্রন্থটি হয়তো আঁধারেই থেকে যেত।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট প্রার্থনা তিনি যেন এই ক্ষুদ্র কর্মটিকে তাঁর জন্য একনিষ্ঠভবে নিবেদিত কর্মে পরিণত করেন এবং এটি যেন সকলের জন্যই কল্যাণকর হয়।

রাফান আহমেদ

https://www.rafanahmed.com
https://www.facebook.com/rafanahmedofficial
https://www.facebook.com/rafan.ahmeduk
https:// www.twitter.com/RafanOfficial
https://www.facebook.com/bishwasherjouktikota

(ক) ড. জাফর ইকবাল, একটুখানি বিজ্ঞান; পৃ. ১৩ (কাকলী প্রকাশন ২০০৬)
(খ) মূল ভিডিওর লিংক: https://youtu.be/2Yv0zMujV_w

‘স্রষ্টা’ বিতর্ক



একটি চিত্তাকর্ষক বিষয় নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি। বিষয়টি হল স্রষ্টার অস্তিত্ব। এই বিষয়টি স্মরণাতীত কাল থেকে আলোচিত হয়ে আসছে। আস্তিক-নাস্তিক সবাই এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করে আসছে, স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তির বিনিময় চলছে। কিন্তু আজ আমি প্রচলিত ধারাকে বদলে দিতে চাই!

আমার দৃষ্টিভঙ্গি হল ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি। আর সেটাই আমি আজ তুলে ধরতে চাই। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন আসলে কোন প্রশ্নই নয়। স্রষ্টা তথা আল্লাহ্ হলেন প্রকৃত সত্য, অবশ্যম্ভাবী সত্য, আল্লাহ্ স্বয়ংপ্রমাণিত (*Axiomatic*)। স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস হল মৌলিক, সহজাত, এটা আমাদের সত্তার একটি অংশ। আর আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা, স্রষ্টার অস্তিত্বকে অসত্য বলে দাবী করার অর্থ হল আমাদের নিজেদের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা।

আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারেন, কেন আমি এমনটা বলছি? এটা

বোঝানোর জন্য প্রথমে আমরা পশ্চিমা দর্শনবিদ্যার একটি পরিভাষা নিয়ে আলোচনা করব। তা হল "মৌলিক বিশ্বাস" (*Basic Belief*)। আমাদের বিভিন্ন মৌলিক বিশ্বাস রয়েছে। এর মধ্যে একটি হল, এই বিশ্বজগৎ বাস্তবে অস্তিত্বশীল এমন বিশ্বাস করা। এই বিশ্বাস হল একটি বুনিয়াদী-মৌলিক বিশ্বাস, স্বয়ংপ্রমাণিত বিশ্বাস। বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রচেষ্টার ভিত্তি এই বিশ্বাসের উপর খুঁটি গেড়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ মজার ব্যাপার হলো এই দাবী বা বিশ্বাসকে কোন গবেষণার দ্বারা আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না।

এ ব্যাপারে কিছুক্ষণ চিন্তা করে দেখুন, প্রমাণ করার চেষ্টা করুন আপনি এখন এখানে আছেন, আপনি সত্যিই অস্তিত্বশীল, আমাদের চারপাশ সত্যিই অস্তিত্বশীল!

আমরা কী ম্যাট্রিক্সে আছি?

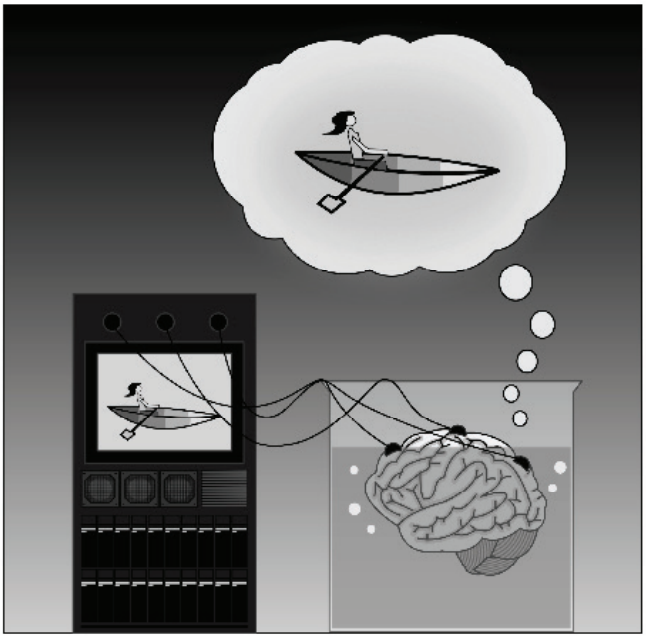


কিছুক্ষণ ভেবে দেখুন, আসলেই কি এসবের অস্তিত্ব আছে? এখন আপনারা কেউ হয়তো বলবেন, যে চেয়ারে আমি বসে আছি, তা আমি অনুভব করতে পারছি। অন্য কেউ হয়তো বলবেন, হাতে থাকা এই বইটিকে আমি দেখতে পাচ্ছি। অন্য কেউ বলবেন, আমি তো আমার হাত দেখতে পাচ্ছি, একে অনুভব করছি। কিন্তু আপনি কীভাবে নিশ্চিত হলেন এই মুহূর্তে যা আপনি দেখছেন, উপলব্ধি ও অনুভব করেছেন সত্যি সত্যিই তার অস্তিত্ব আছে? চোখ বন্ধ করুন, আরও কিছুক্ষণ ভাবুন।

হতে পারে আমাদের অস্তিত্বটাই একটা স্বপ্নের মতো! আইনস্টাইন বলেছিলেন, *"Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one"* অর্থাৎ হতে পারে বাস্তব জগৎ চোখের ধোঁকা মাত্র, যদিও অনুবার এ ধোঁকায় পড়তে হয়। আচ্ছা সহজ করে বলছি, মাথা চুলকানোর দরকার নেই। ধরুন আপনি নদীর তীর ধরে আনমনে হেঁটে চলছেন। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। চোখে পড়ছে নদীতে ভেসে থাকা নৌকাগুলো। নৌকা থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আপনার চোখে এসে পড়ছে। চোখ তা গ্রহণ করে এক

প্রকার তারের (স্নায়ু) মাধ্যমে এই উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এর ফলে মস্তিষ্কের একটা নির্দিষ্ট এলাকাতে (ভিজুয়াল কর্টেক্স) প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। যার কারণে আপনি দেখতে পারছেন।

এখন মনে করুন, আপনি দূরবর্তী কোন গ্রহে বড় পাত্রে ভেসে থাকা একটি মস্তিষ্ক কেবল। যে মস্তিষ্কে ভিনগ্রহের কোন প্রাণী (এলিয়েন) প্রোব (বিশেষ যন্ত্র) ঢুকিয়ে কলকাঠি নাড়ছে। এলিয়েন বাবাজি যদি মস্তিষ্কের ঠিক ঐ নির্দিষ্ট জায়গাটাতেই তার দিয়ে একই পরিমাণ উদ্দীপনা পাঠায় তাহলে মস্তিষ্ক ভাববে সে নৌকা দেখতে পারছে! যদিও এক্ষেত্রে বাস্তবে কোন নৌকার অস্তিত্ব নেই! চলুন এ অবস্থাটির নাম দেওয়া যাক ম্যাট্রিক্স বা পরাবাস্তব জগত। আপনি কী নিশ্চিত যে আপনি এমনি কোনো ম্যাট্রিক্স এর ভেতরে নন? এমনও তো হতে পারে! ভেবেই দেখুন না! ঘাবড়ে গেলেন নাকি?



নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচিত দার্শনিক, (নাস্তিক) প্রফেসর ডেভিড চেইমারস্ বলেন,

> "আমরা যে পরাবাস্তব জগতে নেই (অর্থাৎ বিশ্বজগত প্রকৃতই অস্তিত্বশীল) তার পক্ষে কোন প্রমাণ আপনি খুঁজে পাবেন না, কারণ যে প্রমাণই আমরা পাই না কেন, সেটাও অবাস্তব হতে পারে।" [১]

গবেষকরা কিন্তু এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না। দেখুন, প্রকৃত সত্য হল আমরা জানি না, আমরা জানতেও পারব না। কিন্তু বাস্তবতা হল, আমরা এরূপ বিকৃত বিশ্বাস সমর্থন করি না। আমরা মেনে নিই যে, বিশ্বজগৎ আসলেই অস্তিত্বশীল। আমরা স্বীকার করি এই মূহুর্তে আমরা ঠিক এখানেই আছি এবং আমাদের প্রকৃত অস্তিত্ব রয়েছে।

খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি-এর পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সুপরিচিত (নাস্তিক) প্রফেসর ম্যাক্স টেগমার্ক বলেন,

> "এটা কি যৌক্তিকভাবে সম্ভব যে আমরা পরাবাস্তব জগতে আছি?
> (অর্থাৎ বিশ্বজগতের অস্তিত্ব বাস্তব নয়) হ্যাঁ সম্ভব।
> আমরা কি খুব সম্ভব পরাবাস্তব জগতে আছি? আমি বলব, না!" [২]

তাহলে এমন বিশ্বাস আমরা কেন করি, বলুন তো? যে কারণে আমরা এই বিশ্বাস করি তা হল, এটি একটি মৌলিক বিশ্বাস। এটি হাওয়া থেকে আনা কোন *arbitrary* বিশ্বাস নয়। এটি বুনিয়াদি ও মৌলিক বিশ্বাস, জীবনে চলতে হলে আমাদেরকে এই বিশ্বাস করতেই হয়। যদিও এই বিশ্বাসকে কোন গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব না।

---

১. "Are We Living in a Computer Simulation? " Retrieved from:https://www.scientificamerican.com/article/are-we-living-in-a-computer-simulation

২. "Is our world a simulation? Why some scientists say it's more likely than not" Retrieved from: https://www.theguardian.com/technology/ 2016/oct/11/simulated-world-elon-musk-the-matrix